ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাধাদান

(Opposing God's Plan)

আদিপুস্তক ৩০ অধ্যায় ১-২৪ পদ

গত সপ্তাহে আমরা লেয়াকে দেখেছি, সে নিজের স্বামীর দ্বারা অবজ্ঞাতা হওয়ার কারণে তার জীবনের প্রকৃত অর্থ সেই স্বামীর অনুমোদন, মনোযোগ বা ভালোবাসা লাভের মধ্যে খুঁজেছে। স্বামীর মনোযোগ ও ভালোবাসা অর্জনই তার জীবনে প্রতিমা হয়ে উঠেছে। আর সেই মনোভাবের প্রকাশ আমরা তার পুত্রদের নামকরণের মধ্যে দেখেছি। সে আশা করেছিল, এইভাবে যাকোবের পুত্রদের মা হওয়ার দ্বারা সে যাকোবের মনোযোগ লাভ করবে। কিন্তু বাস্তবে সেই আশা যখন অপূর্ণ থেকে যায়, তখন মনে হয় সে তার জীবনের প্রতিমাকে চিনতে পেরেছিল এবং সেই প্রতিমা থেকে প্রকৃত ঈশ্বরের প্রতি লেয়া ফিরেছিল। তাই, সে তার চতুর্থ পুত্রের নাম 'যিহুদা' রেখে এমন কথা বলেছিল, ***"এবার আমি সদাপ্রভুর স্তব গান করব"*** (২৯:৩৫)। লেয়ার জীবনে যখন এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, তখন রাহেলের পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা আজ আমরা দেখতে চলেছি।

ক। লেয়ার প্রতি রাহেলের ঈর্ষা: লেয়াকে দেখে যখন মনে হচ্ছিল, সে তার প্রতিমাপূজা থেকে বিরত হতে চলেছে, তখনই আমরা রাহেলকে তাদের মধ্যে পুনরায় **অস্ত্র-প্রতিযোগিতা** শুরু করতে দেখতে পাই। রাহেল যখন দেখতে পেল, সে নিজে যাকোবের জন্য কোনও পুত্রসন্তানকে জন্ম দিতে পারছে না, কিন্তু দিদি লেয়া ৪ পুত্র-সন্তানের মা হয়েছে, তখন রাহেলের মনে যে ভয় চেপে বসতে শুরু করল, তা হল, এবার হয়ত তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসায় (২৯:৩০) তার দিদি লেয়া ভাগ বসাবে। তাই, রাহেল দিদি ***লেয়াকে ঈর্ষা করতে শুরু করল*** (৩০:১)। এর আগে আমরা লেয়াকে যে নিরাপত্তাহীনতা ও স্বামীর আকর্ষণ অর্জনের প্রতিমাপূজা করতে দেখেছি, এখানে সেই একই ঘটনা আমরা রাহেলের জীবনেও দেখতে পাচ্ছি। এখন, রাহেল যদিও স্বামীর ভালোবাসা হারাবার কথা চিন্তা করে দিদিকে ঈর্ষা করেছে, কিন্তু এমন দুঃশ্চিন্তার পিছনে আমরা কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ বা লক্ষণ দেখতে পাই না। আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রতিমা বাস্তবে এমন কাজই করে থাকে। আমাদের জীবনে যখন কোনও প্রতিমা ঘাঁটি গেঁড়ে বসে, তখন আমরা কোনও যুক্তি বা কারণের ধার ধারি না, তখন এক ধরণের গভীর বল আমাদের উপর কাজ করে। বাস্তবে রাহেলের বন্ধ্যত্ব নয়, কিন্তু দিদির সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তার সন্তাহীনতার পরিস্থিতিকে অসহ্য করে তুলেছিল। কারণ অব্রাহামের বংশে বন্ধ্যত্ব কোনও নতুন বিষয় ছিল না। রাহেল নিশ্চয়ই যাকোবের মুখে সারা ও রিবিকার বন্ধ্যত্বের কথা শুনে থাকবে। সারা ও রিবিকা রাহেলের থেকে অনেক বেশি কাল বন্ধ্যা ছিল, এবং সেই বন্ধ্যত্বের কারণে তাদের মধ্যে কোনও তিক্ত মনোভাবও ছিল না। (অবশ্য, রাহেলের ন্যায় দিদির সঙ্গে প্রতিযোগিতার পরিস্থিতির মধ্যে তাদের পড়তে হয়নি)।

১শমূয়েল ১ অধ্যায়ে আমরা রাহেলের ন্যায় একই পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে আর একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পাই, যার নাম হান্না, সেও বন্ধ্যা ছিল এবং তার সপত্নী পনিন্না তাকে কষ্ট দিত। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে ঈশ্বর-বিশ্বাসিনী হান্না শীলোতে তার দুঃখের কথা প্রার্থনায় ঈশ্বরকে জানিয়েছিল। কিন্তু এখানে রাহেলকে আমরা কী করতে দেখছি? রাহেল তার দুঃখের কথা ঈশ্বরকে না জানিয়ে, তার স্বামীকে জানিয়ে বলেছে, ***"আমাকে সন্তান দাও, নতুবা আমি মরব"*** (৩০:১খ)। রাহেল কী চাইছে, তা হয়ত সে নিজেই জানত না। শেষপর্যন্ত, এমন দাবির উত্তরই তার জীবনে মৃত্যুকে ডেকে আনবে, যখন তার দ্বিতীয় সন্তান বিন্যামীনের জন্মের সময় তার মৃত্যু হবে (৩৫:১৮)।

আবার তাদের বিবাহের পর ইস্হাক ও রিবিকা যখন ২০ বৎসর কাল নিঃসন্তান ছিল, তখন ইসহাকও যে কাজ করেছিল, তা হল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা; আর ঈশ্বর সেই প্রার্থনার উত্তরে তাদের যমজ সন্তান দিয়েছিলেন (২৫:২১, ২৬)। **কিন্তু যাকোব তার পিতার কাছ থেকে কিছুই শেখেনি**। আর তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার পরিবর্তে, আমরা যাকোবকে যে কাজ করতে দেখছি, তা হল, ***রাহেলের প্রতি তার ক্রোধ প্রজ্বলিত হল*** এবং স্ত্রীর অযৌক্তিক দাবির উত্তরে নিজের কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঈশ্বরের উপরে দোষ চাপিয়ে যাকোব বলেছে, ***"আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি? তিনিই তোমাকে গর্ভফল দিতে অস্বীকার***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছেন'' (৩০:২)। রাহেলের প্রতি যাকোব সমবেদনা প্রকাশ করতে পারত, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে যাকোব রাহেলকে উৎসাহ দিতে পারত। কিন্তু যাকোব তা করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ যাকোবের নিজেরই সেই প্রার্থনাশীল জীবন ছিল না। যাকোব তার উত্তরের দ্বারা যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, *"তোমার সন্তানহীনতায় আমার কোনও দোষ নেই।''* কিন্তু এই সমস্যায় সত্যই কি যাকোবের কোনও দায়িত্ব ছিল না? এর আগে আমরা দেখেছি রাহেলের সঙ্গে যাকোবের বিয়ে হবার পর, ***"যাকোব রাহেলের কাছে গমন করল, এবং লেয়া অপেক্ষা রাহেলকে বেশি ভালোবাসল''*** (২৯:৩০)। আর এই ভাবে যাকোবের দ্বারা সেই পরিবারে রাহেল অবজ্ঞাত হওয়ায় ***"সদাপ্রভু লেয়ার গর্ভ মুক্ত করলেন, কিন্তু রাহেল বন্ধ্যা হল''*** (২৯:৩১)। যাকোব নিজের দায়িত্বকে অবহেলা করতে পারে না। যাইহোক, যাকোবের এই উত্তরের মধ্যে কি আমরা নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই? আমরা যখন কোনও সমস্যার মুখোমুখি হই, তখন কি আমরা সেই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসি, না কি নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা করি? বিশ্বাসী আমরা কখনও অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারি না।

খ। অস্বাস্থ্যকর পদক্ষেপ: যাকোবের ভালোবাসা হাতছাড়া হবার ভয়ে রাহেল একটি বেপরোয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল। সন্তানের মা হবার জন্য সারা যেমন হাগারকে ব্যবহার করেছিল (১৬:১-২), রাহেলও তার দাসী বিল্‌হাকে ব্যবহার করল। এখন, হাগারকে ব্যবহার করে পরিস্থিতি কত জটিল হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই রাহেলের জানা ছিল, তথাপি তার বেপরোয়া মনোভাব সেই অস্বাস্থ্যকর পদক্ষেপ নিতে তাকে বাধা দিতে পারেনি। এর জন্য রাহেল যে পাকাপোক্ত শর্ত স্থাপন করেছিল, তা হল, ***"যেন বিল্‌হা পুত্র প্রসব করে আমার কোলে দেয়, এবং উহার দ্বারা আমি পুত্রবতী হই''*** (৩ পদ)। রাহেলের ন্যায় আমরাও যখন কোনও বিষয় পেতে খুব মরীয়া হয়ে উঠি, তখন আমরা সুস্থ-স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে সামান্য খড়কুটো আঁকড়ে ধরতেও পিছ্‌পা হই না। উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার সামান্য আলো দেখতে পেলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি।

যাইহোক, রাহেলের এই কৌশল শেষ পর্যন্ত রাহেলের কাজেই লেগেছিল। তার দাসীর মাধ্যমে রাহেল দুই পুত্র-সন্তান, দান ও নপ্তালিকে লাভ করেছিল। রাহেল তাদের যে নাম দিয়েছিল, তা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, রাহেল ভেবেছিল, নিজের দাসীকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে সে সঠিক কাজই করেছে। *'দান'* নামের অর্থ ***'বিচার,'*** এই নাম রেখে রাহেল এমন কথা বলেছে, ***"ঈশ্বর আমার বিচার করলেন, এবং আমার রব শুনে আমাকে পুত্র দিলেন''*** (৩০:৬)। আর *'নপ্তালি'* নামের অর্থ ***'মল্লযুদ্ধ,'*** যে নামের দ্বারা রাহেল বলেছে, ***"আমি দিদির সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় মল্লযুদ্ধ করে জয়লাভ করলাম''*** (৩০:৮)। লক্ষ্য করার বিষয় হল, এদের জন্মে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপকে রাহেল যদিও দাবি করেছে, কিন্তু শাস্ত্রবাক্য একবারের জন্যও সেই দাবিকে সমর্থন করে না।

অন্যদিকে, লেয়া যখন উপলব্ধি করল তার গর্ভ নিবৃত্ত হয়েছে, তখন লেয়াও তার বোন রাহেলের অনুকরণে নিজের দাসী সিল্পাকে যাকোবের কাছে পাঠাল (৩০:৯)। তার ক্ষেত্রেও এই কৌশল কার্যকরী হল, এবং সিল্পার মাধ্যমে লেয়া আরও দুই পুত্রের মা হল। লেয়া তাদের যে নাম রেখেছিল, তা হল *'গাদ'* (*সৌভাগ্য*, ৩০:১১) এবং *'আশের'* (*ধন্য*, ৩০:১৩)। এদের দুজনের নামের মাধ্যমেও লেয়া তার প্রতি ঈশ্বরের সুনজর দাবি করেছে, যদিও শাস্ত্রবাক্য এ বিষয়ে নীরব থেকেছে।

দুই বোনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কতখানি চরম আকার ধারণ করেছিল, তা আমরা পরবর্তী বর্ণনার মধ্যে দেখতে পাই। লেয়ার বড়ো ছেলে 'রূবেণ' মাঠে গিয়ে *"দূদাফল''* *(mandrake)* পেল (৩০:১৪), এ হল সেই গাছ, যার সঙ্গে সন্তান-জন্মের কথা কল্পনা করা হত। এখন, মায়ের পরিস্থিতির উন্নতির মাধ্যমে নিজের পরিস্থিতির উন্নতি আশা করে রূবেণ সেই দূদাফল তার মাকে দিল। কিন্তু এই খবর সহজেই ছড়িয়ে পড়ল, আর রাহেল সেই ফলের অংশ পেতে চাইল। এখন, খুব স্বাভাবিক কারণে, লেয়া তার প্রতিদ্বন্দ্বিকে এত সহজে তা দিতে পারে না। শেষপর্যন্ত, এক রাতের জন্য যাকোবকে লেয়ার কাছে যেতে দেবার শর্তে লেয়া সেই দূদাফল রাহেলকে দিল।

দুই বোনের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ এই পরিবারে দাম্পত্য-সম্পর্ক এত সস্তা আকার নিয়েছে যে, সামান্য খাদ্যের বিনিময়ে যাকোবের শারিরীক সান্নিধ্য বিক্রি করা হয়েছে। আমাদের মনে পড়ে,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাকোবও একদিন এক বাটি ডালের বিনিময়ে এষৌর জ্যেষ্ঠাধিকার চুরি করেছিল; যাকোব যা বুনেছে, এখন তাই-ই কাটছে (গালাতীয় ৬:৭)। যাইহোক, লক্ষ্য করার বিষয় হল, কৃত্রিম উপায়ে গর্ভবতী হবার উপায়কে (দূদাফল খাবার দ্বারা) যে জলাঞ্জলি দিয়েছিল, সেই-ই কিন্তু গর্ভবতী হল। আর এর কারণ হল, দূদাফল নয়, একমাত্র ঈশ্বরই গর্ভ উন্মোচন করতে সক্ষম। ৩০:১৭ পদে বলা হয়েছে, ***"ঈশ্বর লেয়ার প্রার্থনা স্মরণ করার কারণে সে গর্ভবতী হয়ে যাকোবের জন্য ৫ম পুত্র প্রসব করল।"*** কেবল ৫ম পুত্র নয়, সে ৬ষ্ঠ পুত্রেরও মা হল। লেয়া এই দুই পুত্রের নাম রেখেছিল ***'ইষাখর'*** যার অর্থ ***'বেতন'*** এবং ***'সবূলূন'*** যার অর্থ ***'বাস'***। দুঃখের বিষয় হল, ঈশ্বর যদিও এইভাবে লেয়াকে তাঁর অনুগ্রহ দিয়েছিলেন, লেয়া কিন্তু তার ভুল ব্যাখ্যা করেছিল। এইভাবে, গর্ভবিবৃত্ত হওয়া লেয়া আরও দুই সন্তানের মা হওয়াকে **ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল** হিসাবে না দেখে, **নিজের কর্মের ফল** জ্ঞান করেছে। কারণ, ইষাখরের মা হওয়াকে সে নিজের দাসীকে স্বামীর কাছে পাঠানোর ***বেতন*** হিসাবে বর্ণনা করেছে (৩০:১৮)। অন্যদিকে, সবূলূনের নাম রাখার মাধ্যমে লেয়া তার জীবনের পুরানো প্রতিমাকে পুনরায় ডেকে এনেছে, ***"এখন আমার স্বামী আমার সঙ্গে বাস করবেন, কারণ আমি তার জন্য ছয় পুত্র প্রসব করেছি"*** (৩০:২০)। আমাদের জীবনেও এ কথা একই ভাবে প্রযোজ্য। আমাদের জীবনের যে সমস্ত প্রতিমাকে আমরা মৃত ও কবরস্থ জ্ঞান করি, অনেক সময়ই তারা বারবার আমাদের জীবনে ফিরে আসে। সাপের মতো মরা পড়ে আছে বলে মনে হলেও, সময়ে সময়ে তারা ছোবল মারে।

গ। শেষপর্যন্ত ঈশ্বর রাহেলকে স্মরণ করলেন: ৩০:২২ পদে বলা হয়েছে, ***"ঈশ্বর রাহেলকে স্মরণ করলেন, তিনি তার প্রার্থনা শুনলেন, তার গর্ভ মুক্ত করলেন।"*** অবশ্য এই কথার অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর তাকে একেবারে ভুলে গেছিলেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে পূর্ণ হবার আগে রাহেল যেন তার গর্ব ও অধিকার শূন্য হয়। যা যাকোব তার প্রতি করতে পারেনি, যা দূদাফল তার প্রতি করতে পারেনি, তা ঈশ্বর তার প্রতি সাধন করলেন, তিনি রাহেলের গর্ভ মুক্ত করলেন, যার ফলস্বরূপ রাহেল নিজের গর্ভে একটি পুত্র-সন্তান ধারণ করতে সক্ষম হল। নিজ পুত্রের মা হওয়ায় রাহেলের অপযশ দূর হল ঠিক, কিন্তু দিদির সঙ্গে তার প্রতিযোগী মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হল না; কারণ এই পুত্রের নাম ***'যোষেফ' (বৃদ্ধি)*** রাখার উদ্দেশ্য হল, আরও এক পুত্র লাভের অনুরোধ (৩০:২৪)। যাইহোক, ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি সন্তুষ্ট না হলেও, রাহেল কিন্তু এখন সঠিক ব্যক্তির কাছে তার অনুরোধ রেখেছে।

জলপ্লাবনের দ্বারা পৃথিবীকে শাস্তি দেবার পর, আদি ৮:১ পদে বলা হয়েছিল, ***"ঈশ্বর নোহকে ও জাহাজে স্থিত তার সঙ্গী পশ্বাদি সমস্ত প্রাণীকে স্মরণ করলেন।"*** আমরা ঈশ্বরকে বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণে এইভাবে মানুষদের স্মরণ করতে দেখি। এখানেও ঈশ্বর বিশেষ সন্ধিক্ষণে রাহেলকে স্মরণ করেছেন, যার ফলস্বরূপ সেই যোষেফ জন্ম নিয়েছে, যে আগামীদিনে তার ভাইদের জীবনকে বাঁচাতে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হতে চলেছে। অন্যদিকে, তার ভালোবাসার স্ত্রী রাহেলের মাধ্যমে যোষেফকে লাভ করার পর যাকোব বাড়ি ফেরার কথাও চিন্তা করেছিল। এর আগে যাকোব লেয়া ও অন্য উপপত্নীদের মাধ্যমে ১০ পুত্রকে লাভ করেছিল, কিন্তু যাকোব তাদের কাউকেই তেমন গণ্য করেনি। যাকোবের কাছে, এই যোষেফই ছিল সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তান, যার জন্য যাকোব এত বৎসর অপেক্ষা করেছে। এই যোষেফকে ঘিরেই যাকোবের সমস্ত আশা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যাকোবের কাছে, অন্য সন্তানদের তেমন কোনও গুরুত্ব ছিল না। এই মনোভাবের পরিণাম কত মারাত্মক হয়েছিল, তা আমরা আগামী অধ্যায়গুলিতে দেখতে পাব, যখন এই মুখাপেক্ষা তার পরিবারকে ভেঙ্গে চুরমার করবে।

যাকোব হয়ত ভেবেছিল সে যাকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসে, তারই গর্ভে যে প্রথম পুত্র জন্মেছে, সেই প্রতিজ্ঞার ধারক ও বাহক। কিন্তু এ বিষয়ে যাকোবের হিসাব মেলেনি। যদিও তার ভাইদের উদ্ধার করার কাজে যোষেফ ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হবে, কিন্তু মশীহের আগমন ঘটতে চলেছে লেয়ার পুত্র যিহুদার বংশে। মানুষের দৃষ্টিতে যারা মহান, ঈশ্বর তাদের সম্মান করতে বাধ্য নন। পরিবর্তে, ***তিনি মূর্খদের মনোনীত করে জ্ঞানবানদের লজ্জা দেন, দুর্বলদের মনোনীত করে শক্তিমন্তদের লজ্জা দেন*** (১করিন্থীয় ১:২৭)।

ঘ। ঈশ্বরের পরিকল্পনার পূর্ণতা: অন্যদিকে, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, এই সমস্ত নাটকীয়

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঘটনার মধ্যেও ঈশ্বর কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছেন। যদিও উপরে উপরে আমাদের চোখে দুই বোনের পাপ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ধরা পড়ে, কিন্তু তার অন্তরালে ঈশ্বর যাকোবকে বহুপুত্রের পিতা করে চলেছেন। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় যাকোবের আশীর্বাদ কিন্তু একা যিহুদা বা যোষেফ লাভ করতে পারবে না; অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার অধিকার ১২ জনের মধ্যে কেবল ১ জন লাভ করবে না। ইস্হাক যদিও একা যাকোবকে আশীর্বাদ করেছিল (আদি ২৮:৩) এষৌকে দেবার মতো কোনও আশীর্বাদ অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু এখন ঈশ্বরের আশীর্বাদের আকরের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সময় এসেছে। যাকোবের স্ত্রীরা যদিও বিভিন্ন ঘৃণ্য উপায় অবলম্বণ করেছিল, তথাপি তার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের কাজ, তথা যাকোবকে বহুপুত্রের পিতা করার কাজ সাধন করছিলেন। আবার, যাকোব যখন তার জীবনের শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হবে, তাকে তার পিতার ন্যায় পুত্রদের মধ্যে কেবল একজনকে আশীর্বাদ করার জন্য পছন্দ করতে হবে না, তার সমস্ত পুত্রদের মধ্যে ভাগ করার জন্য যথেষ্ট আশীর্বাদ তার কাছে থাকবে (৪৮-৪৯ অধ্যায়)। লেয়া ও রাহেল যদি প্রথম থেকেই ঈশ্বরের গৌরবার্থে সংহতি বজায় রেখে আচরণ করত, তাহলে হয়ত, অনেক বিষয় সহজে সাধিত হতে পারত। তার দ্বারা হয়ত অনেক কষ্ট এড়ানো সম্ভব হত। **কিন্তু তাদের একগুঁয়ে ও স্বার্থসন্ধানী কৌশল কোনও ভাবেই ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বানচাল করতে পারেনি।** পরিবর্তে, **তাদের পাপপূর্ণ আচরণের মাধ্যমেই ঈশ্বরের উত্তম উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে।** এই ভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূর্ণতার চূড়ান্ত উদাহরণ আমরা খ্রীস্টের ক্রুশের মধ্যে দেখতে পাই। ঈশ্বরপুত্র যদিও ইহুদিদের দ্বারা অধর্মীদের হাতে সমর্পিত হয়েছিলেন, তারা তাঁকে ক্রুশে পেরেক মেরে হত্যা করেছিল; কিন্তু তার দ্বারা তাঁর সন্তানদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বর যে মন্ত্রণা, তথা অনন্ত পরিকল্পনা ছিল, তাই-ই পূর্ণ হয়েছে (প্রেরিত ২:২৩)। আমাদের চিন্তা ও কল্পনাকে অতিক্রম করে ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমত্বে আপন পরিকল্পনা পূর্ণ করে চলেছেন।

মামার বাড়ীতে যাকোবের এই সমস্ত বৎসরের অভিজ্ঞতা যাকোবের জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয়কে নির্দেশ করে। অব্রাহাম হল **বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত**, কিন্তু যাকোব হল **ঈশ্বরের অনুগ্রহের দৃষ্টান্ত**। ঘৃণার পাত্র যাকোবের প্রতি ঈশ্বর তাঁর প্রেম প্রদর্শন করেছিলেন, বেথেলে তার প্রতি মহান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যাকোবের মহত্বের কারণে নয়, কিন্তু তাঁর অনুগ্রহের কারণে। তার জীবনের বিভিন্ন কষ্টকর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেই একই অনুগ্রহ তাকে পরিবর্তিত করতে যাকোবের হৃদয়ে কাজ করেছে। যাকোব নায়ক হবার যোগ্য নয়, আমাদের জন্য সে আদর্শও হতে পারে না। কিন্তু তার জীবন হল, আমাদের ন্যায় পরাজিতদের ঈশ্বর কীভাবে উদ্ধার করেন, তার উদাহরণ।

আমাদের সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান লেয়া বা রাহেলের কোনও পুত্রের দ্বারা সম্ভব নয়। সেই সমাধান যাকোবের চূড়ান্ত বংশধর, প্রকৃত ইস্রায়েল, যীশুর মাধ্যমে এসেছে। তিনি ঈশ্বরের এক ও একমাত্র পুত্র, যিনি নিজের নাম অনুসারে জীবন যাপন করেছেন। তাঁর জন্মের সময় স্বর্গদূত মরিয়মকে বলেছিল, ***"তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজের প্রজাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন"*** (মথি ১:২১)। তিনি তাঁর প্রজাদের পাপ থেকে ত্রাণ করতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তাই, প্রেরিত ৪:১২ পদে পিতরের ঘোষণা করেছে, ***তিনিই আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র নাম, যে নামে আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে।***

তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নিরাশাগ্রস্তের কাছে আশা, পরিশ্রান্ত ব্যক্তির কাছে বিশ্রাম, হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাছে নতুন জীবন উপস্থিত করেন। এমনকী লেয়া ও রাহেলের মতো যারা বিভিন্ন প্রতিমাপূজায় লিপ্ত, তাদের কাছেও তিনি জীবন আনয়ন করেন। কারণ তিনি আমাদের পরিবর্তে তাঁর নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছেন। যখন তাঁর সন্তান হয়ে আমরা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াই, তিনি সপ্রেমে আমাদের দেখেন। ঈর্ষা ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে আমরা যদিও অনেক প্রতিমাকে আমাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছি, কিন্তু খ্রীস্টেতে আমাদের সেই সমস্ত পাপপূর্ণ চিন্তা ও আচরণ ক্ষমা করা হয়েছে। কারণ, তিনি রাহেলের মতো এমন কথা বলেননি, ***"আমাকে পুত্র দাও, নইলে আমি মরব"*** পরিবর্তে তিনি এমন কথা বলেন, *"পিতা, আমি এই সমস্ত পুত্র ও কন্যার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছি।"* আমাদের ত্রাণকর্তার কোনও তুলনা নেই। এমন ত্রাণকর্তার আরাধনা না করে কি আমরা থাকতে পারি?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com